অয়দিপউস-এর প্রসঙ্গে

ফাদার রবের আঁতোয়ান এস.জে

দেব-সংকল্প ও মানুষের ইচ্ছে— এই দুয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই গ্রিক ট্র্যাজেডির উপজীব্য। দেব ও দৈব-শক্তি যত অনিবার্য হোক না কেন, প্রাচীন গ্রিক নাট্যকারের মতে মানব জীবন যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, জীবনের মাঝে আছে এক স্বাধীন ব্যক্তি। প্রাচীন নাট্যকার বেশ জানতেন পুতুল-নাচে ট্র্যাজেডির কোনো সম্ভাবনা নেই।

সফক্লেস-এর 'রাজা অয়দিউপস' নাটকের উদাহরণ বেশ স্পষ্ট দেখা যায় কত যত্নে নাট্যকার দেখাতে চান যে মানুষ তার জীবনের গতি নিজের হাতে চালনা করে। স্বাধীন ভাবে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে সে বেছে নেয় তার কর্তব্য, তার অকর্তব্য।

রাজা লাইয়স ও রাণী ইয়কাস্তে নিঃসন্তান। দৈব-বাণীতে তাঁরা জানেন যে তাঁদের পুত্র হলে সে একদিন নিজের পিতাকে হত্যা করবে এবং নিজের মাতাকে বিয়ে করবে। তবু দৈব-বাণীর ভয় মন থেকে দুর করে পুত্র লাভের আকাঙ্খায় তাঁর দুজনে একটি শিশুকে জন্ম দেন। পুত্র জন্মের পর আবার জেগে ওঠে ভবিষ্যতের আশঙ্কা। নানা পথের সন্ধানের পর তাঁরা একটি মাত্র উপায় পেয়ে ঠিক করে নেন শিশুর মরণ ঘটাতে। কিন্তু নিজের হাতে তাঁরা তাকে হত্যা করবেন না। তাই একজন বৃদ্ধ ও বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাতে এই আদেশ করে সমর্পণ করেন যে কিথাইরেনন পর্বতে গিয়ে সে শিশুকে নির্জন জায়গায় ফেলে রাখবে। সেখানে বন্য পশুরা তাকে মেরে ফেলবে।

তাঁদের আদেশ পালনে বৃদ্ধ ভৃত্যটি শিশুটিকে নিয়ে যায় নির্জন পাহাড়ে। সেখানে একজন পরিচিত করিন্থীয় মেষপালক নিষ্ঠুর আদেশের কথা শুনে মানব সুলভ দয়ায় অভিভূত হৃদয়ে শিশুটিকে করিন্থসে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করে। শিশুটির মরণের কারণ হতে অনিচ্ছুক থেবীয় ভৃত্য রাজী হয়।

করিন্থস-এর রাজা পলুবস ও রাণী মেরপে নিঃসন্তান। অজ্ঞান শিশুটিকে দেখে তাঁরা দুজন আনন্দিত হয়ে তাকে পোষ্য পুত্র বলে গ্রহণ করেন। রাজকুমার হিসেবে যুবক অয়দিপউস নিজের জন্মবৃত্তান্ত না জেনে প্রায় কুড়ি বছর কাটান। তখন কী ঘটল তা তাঁর মুখ থেকেই শোনাই ভাল—

'পিতা আমার করিন্থীয় পলুবস, মাতা দোরীয় মেরপে। আপি সেখানে নাগরিক শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হচ্ছিলাম, এমন সময় এক ঘটনা ঘটল— অদ্ভুত বটে— কিন্তু আমি একে মনে অতি আগ্রহে জড়িয়ে নিলাম। ভোজে সুরা পরিবেশনকালে একজন মদে চুর হয়ে আমায়

বলে উঠল 'তুমি আমার পিতার কৃতক-পুত্র।' আমি এতে খুব আহত হলাম এবং সেদিন নিজেকে সামলানো দায় হয়ে উঠল। পরের দিন মা-বাবার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম। এমন গুজব যে রটিয়েছে, তার উপর তারা রেগে উঠলেন। তাঁদের উত্তরে তৃপ্ত হলেও গুজবটি ছড়াচ্ছে বলে মনে ক্ষত জমতে লাগল। মা-বাবাকে জানতে না দিয়ে আমি গেলাম দেলফয়ে। কিন্তু আপল্লোন আমায় নিরাজ করে তাড়িয়ে দিলেন— আমার প্রশ্নটি অবহেলা করে তিনি এই ভয়ঙ্কর ও দারুণ দৈববাণী উচ্চারণ করলেন; 'হায়রে দুর্ভাগা! বিধির বিধানে তুমি তোমার মাতাকে বিবাহ করে লোক সমাজে উৎপন্ন করবে ঘৃন্যতম সন্ততি এবং তোমার জনক-পিতার তুমি হবে ঘাতক।" একথা শুনে করিন্থীয় দেশ অনেক দূরে ফেলে আমি এমন জায়গায় পালিয়ে গেলাম যেখানে দৈববাণী-কথিত কুৎসিত ও জঘন্য কাজে আমার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।'

(রাজা অয়দিপউস, ৭৭৪-৭৯৭)

অনেক আগে লাইয়স ও ইয়কাস্তে যেমন দৈববাণীর ভয়ে তাঁদের সদ্যজাত শিশুকে কিথাইরোন পর্বতে ত্যাগ করতে স্থির করেছিলেন, তেমনিও তিনি একই দৈববাণীর ভয়ে পিতা মাতার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যান। চলতে চলতে—

'তে-পথের কাছে আসতেই দেখলাম একজন ঘোষক এবং অশ্বরথে আসীন এক ব্যক্তি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সারথি এবং বৃদ্ধটি জোর করে আমাকে পথ থেকে সরাতে চাইল। সারথি আমায় ধাক্কা দিতেই আমি রেগে তাঁকে মেরে বসলাম। রথের পাশ দিয়ে যেতেই সুযোগ বুঝে বৃদ্ধটি দ্বিফলা অঙ্কুশ আমার মাথায় বসিয়ে দিল। সে পুরো শাস্তি পেল। চোখের পলকে এই হাতে লাঠি মারতেই সে চিৎ হয়ে পড়ে রথ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর আমি সকলকে মেরে ফেললাম।' ('রাজা অয়দিপউস', ৮০১-৮১৩) কিছুদিন পরে অয়দিপউস থেবাই নগরের তোরণে পৌঁছে দেখলেন দানবী স্ফিংস পথচারীদের ডেকে ডেকে প্রহেলিকার উত্তর জিজ্ঞাসা করছে ঃ 'এমন জন্তু আছে যে কখনও চারপায়ে, কখনও তিন পায়ে, কখনও দুপায়ে চলে। যত বেশী পা, তত বেশী দুর্বল। কী সে জন্তু?' উত্তর দিতে না পারলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হত। অয়দিপউস উত্তর দিলেন। 'সে জন্তু মানুষ— শৈশবে চারপায়ে চলে, বড় হয়ে চলে দুপায়ে; বার্ধক্যে লাঠি নিয়ে তিন পায়ে।' উত্তর শুনে দানবী স্ফিংস আত্মহত্যা করল। এমনিভাবে শহরটিকে দারুণ অত্যাচার থেকে মুক্ত করে তিনি মুক্তিদাতা বলে সকলের দ্বারা অভ্যর্থিত হন। রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি রানী ইয়কাস্তেকে বিয়ে করেন। অনেক বছর সুখেই কাটল; সন্তান হল চারটি, দুই ছেলে দুই মেয়ে। আদর্শ রাজা অয়দিপউস। এইখানেই 'রাজা অয়দিপউস' নাটকের আরম্ভ।

কাজেই নাটকের শুরুর আগে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ বছরের কাহিনীর ঘটনাধারায় আমরা দেখতে পাচ্ছি নিজের অভিপ্রায় ও সংকল্পের অনুপ্রেরণায় নিজের আশা ও আশঙ্কার প্রভাবে মানুষ তার জীবনের গতি চালনা করে। এই কাহিনীতে কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই— লাইয়স ও ইয়কাস্তে, থেবীয় ভৃত্য ও করিন্থীয় মেষ পালক, পলুবস ও মেরপে, অয়দিপউস— সকলেই স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন ভাবে আচরণ করে।

নাটকের আরম্ভে আমরা ট্র্যাজেডির প্রথম আভাস পাই।

'বীভৎস মহামারী অগ্নিমুখী দেবীরূপে
কঠিন পীড়নে শহরকে করেছে নাজেহাল।'

(রাজা অয়দিপউস, ২৭-২৮)

যিনি অনেক বছর আগে শহরটিকে রক্ষা করেছিলেন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে শাসন করেন, তাঁর শরণাগত হয়ে প্রজারা অনুরোধ করে ঃ

'এখন হে লোকরঞ্জন অয়দিপউস, আমরা সকলে
তোমার দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করছি,
হে নরশার্দূল বাঁচাও আমাদের শহরকে।'

(রাজা অয়দিপউস, ৪০, ৪১, ৪৬)

রাজা অয়দিপউস রক্ষা করলেন শহরকে। কিন্তু লাইয়স-ঘাতকের কঠোর অনুসন্ধানের ফলে তিনি সন্ধান পেলেন নিজ সুখের ভঙ্গুরতার। উপলব্ধি করলেন মানুষের স্বাধীনতার গণ্ডী সীমাবদ্ধ। মানুষ তার কাজের শেষ পরিমাণ কখনও জানে না। এই সীমিত জ্ঞানই মানুষের সহজাত অন্ধতা। নিজের পরিকল্পিত সুখের মধ্যে অনেক বছর কাটিয়ে দেবার পর অয়দিপউসকে স্বীকার করতে হল যে মানুষের ক্ষমতার বাইরে একটি দুর্জয় ও রহস্যময় শক্তি আছে যাকে মানুষ চোখে দেখতে পারে না, যার অভ্রান্ত শাসনকে এড়াতে পারে না।

তাই নাটকের শেষে, খোরস-এর উক্তি ঃ—

'পিতৃভূমি থেবাইয়ের নাগরিকগণ, চেয়ে দেখো।
এই অয়দিপউস। ইনি দারুণ রহস্য উন্মোচন করেছিলেন,
নরকুলে ছিলেন শ্রেষ্ঠ শক্তিধর। এই শহরে তার সৌভাগ্যকে
ঈর্ষার চোখে দেখেনি এমন কেউ নেই।
আজ দুঃখের ভয়াল বন্যা তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।
তাই জীবনের শেষ দিনটির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
কোনো মর্ত্য-মানুষকে সুখী বোলো না
যতক্ষণ না সে জীবনের শেষপ্রান্ত দুঃখহীন শান্তিতে পেরিয়েছে।

(রাজা অয়দিপউস, ১৫২৪-১৫৩০)

[ফাদার রবের আঁতোয়ান ও ডঃ হৃষীকেশ বসু যুগ্ম প্রচেষ্টায় চিরায়ত বিদেশি সাহিত্যের কিছু মূল্যবান ধ্রুপদী সৃষ্টিকে মূল বিদেশি ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। ১৯৭৪ সালে চিরন্তনী প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত হয় থেবীয় নাটকগুচ্ছের প্রথম খণ্ড। অনুবাদকৃত তিনটি নাটক হল এরিপিদিসের 'বাকখাই' সফোক্লেসের 'রাজা অয়দিপউস' এবং কলনসের অয়দিপউস'। ফাদার আঁতোয়ানের বর্তমান লেখাটি উপরিউক্ত একটি নাটক প্রসঙ্গে। ১৯৭৪ সালে কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বঙ্গ সাহিত্য সমিতির বার্ষিক পত্রিকা 'জাগরণ'-তে ফাদার আঁতোয়ান অতিথি লেখক হিসেবে এই লেখাটি লেখেন। পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বিশ্বজ্যোতি দাশগুপ্তের সৌজন্যে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল।]